

কলকাতা উচ্চ আদালত  
(ফৌজদারি সংশোধনমূলক এখতিয়ার)  
আপীল বিভাগ

উপস্থিত:  
বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে

সি. আর. আর. ২০১৫-এর ১৯৪৬  
সহ  
২০২৩ সালের আই. এ নং- সি. আর. এ. এন ১৬  
কিশোর কুমার সিং  
বনাম  
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীদের জন্য-

শ্রী সন্দিপন গাঙ্গুলি, বরিশত আইনজীবী  
শ্রী এ. কে. সিল, আইনজীবী  
শ্রী এস. কে. দত্ত, আইনজীবী  
শ্রীমতি মানস্বিতা মুখার্জি

রাজ্যের জন্য -

শ্রী শাস্বত গোপাল মুখার্জি, বিজ্ঞ পি. পি.  
শ্রী নারায়ণ প্রসাদ আগরওয়াল, আইনজীবী  
শ্রী অনিকেত মিত্র, আইনজীবী  
শ্রী প্রতীক বসু আইনজীবী

বিরোধী দল নং ২ -

শ্রী শতদ্রু লাহিড়ী, আইনজীবী  
শ্রী সুজয় সরকার, আইনজীবী  
শ্রী রাহুল চাচার, আইনজীবী

শুনানি-

১৯.০৬.২০২৩, ৩১.০৭.২০২৩, ০৯.০৮.২০২৩,  
২২.০৮.২০২৩, ২৩.০৮.২০২৩, ১২.০৯.২০২৩

রায় -

২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩

বিচারপতি, বিভাস রঞ্জন দে-

১. এই পুনর্বিবেচনার আবেদনটি জিআর-এর কার্যধারা বাতিল করার জন্য একটি প্রার্থনার সাথে দায়ের করা হয়েছে। মামলা নং. ২০১৪ সালের ১৬৪৫ ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৫০৬ এবং ৫০৯ এর অধীনে হেয়ার স্ট্রিট থানার মামলা নং ৪৩৮/১৪ তারিখ ২৫.০৭.২০১৪।

পটভূমি তথ্যঃ-

২. ২৫.০৭.২০১৪ তারিখে, বিপরীত পক্ষ নং ২, হেয়ার স্ট্রিট থানার অফিসার ইনচার্জের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করে, যেখানে তিনি অভিযোগ করেন যে তিনি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, চার্চ লেনের একজন কর্মচারী ছিলেন এবং তার চাকরি অবৈধভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল, যার জন্য তিনি শ্রম আদালতের দ্বারস্থ হন। তিনি তার বাবা-মায়ের যে কোনও একজনকে নিয়ে কলকাতার কিরণ শঙ্কর রায় রোডের নিউ সেক্রেটারিয়েট বিন্ডিংয়ে তার আইনজীবীর কাছে যেতেন। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে তার শাখা ব্যবস্থাপক অর্থাৎ এই মামলার আবেদনকারী তাকে ভুল সংকেত দিয়ে হুমকি দিয়েছিলেন এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান এবং রায় বাতিল করতে পারে তার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করার জন্য হুমকি দিয়েছিলেন।

সেই কারণে তার বাবা হাসপাতালে ভর্তি হন এবং মা অসুস্থ হয়ে পড়েন। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর হেয়ার স্ট্রিট থানায় মামলা নং ৪৩৮/১৪ তারিখ ২৫.০৭.২০১৪ শুরু হয় এবং তদন্ত শেষে ১১.১০.২০১৪ তারিখে চার্জশিট দাখিল করা হয়।

৩. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট, শ্রী সন্দীপন গাঙ্গুলি, দাখিল করেছেন যে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে আবেদনকারীর শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে চাকরির অবসানের পাল্টা প্রতিবাদ হিসেবে বিপরীত পক্ষ নং ২-এর নির্দেশে ফৌজদারি মামলা শুরু করা হয়েছিল। তার যুক্তির সমর্থনে, মিঃ গাঙ্গুলি ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৬১ এর অধীনে রেকর্ড করা ব্যাংকের কর্মচারীদের বিবৃতির কপি উল্লেখ করেছেন এবং আদালতকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে কোনও কর্মচারী অভিযোগকারী / বিপরীত পক্ষ নং ২-এর মামলা সমর্থন করেননি। মিঃ গাঙ্গুলি অভিযোগকারীর অবসানের পরে ফৌজদারি মামলা শুরু করার বিষয়টির উপর জোর দিয়েছিলেন যা পাল্টা প্রতিবাদের ধারণা তৈরি করে।

৪. তাঁর জমা দেওয়ার সমর্থনে তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করেছিলেন:-

অভিজিত জে. কে বনাম কেরলা রাজ্য ২০২০ সালে এস. সি. সি রিপোর্ট করেছে অনলাইন কেব ৭০৩, সালিব ওরফে শালু ওরফে সেলিম বনাম ইউ. পি. রাজ্য

এবং অন্যান্যরা ২০২৩ সালে এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৯৪৭ এবং মহম্মদ ওয়াজিদ এবং আরেকজন বনাম ইউ. পি. রাজ্য এবং অন্যান্যরা ২০২৩ সালে এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৯৫১-এ রিপোর্ট করেছেন।

৫. সেই এল. ডি. আইনজীবী বিরোধিতা করে, ২ নং পক্ষের পক্ষে উপস্থিত হয়ে শ্রী শতদ্রু লাহিড়ী যুক্তি দেখিয়েছেন যে মামলা প্রত্যাহারের জন্য ভুল চিহ্ন এবং হুমকির অভিযোগ ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৬৪ (সংক্ষেপে ফৌজদারি প্রক্রিয়া) এর অধীনে নথিভুক্ত অভিযোগকারীর বিবৃতি এবং তার বাবা-মায়ের বিবৃতি দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। জনাব লাহিড়ী জমা দিয়েছেন যে লিখিত অভিযোগটি সিআরপিসির ধারা ১৬১/১৬৪ এর অধীনে রেকর্ড করা পরবর্তী বিবৃতি দ্বারা প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছিল এবং এই পর্যায়ে ফৌজদারি প্রক্রিয়া অনুচ্ছেদ ৪৮২ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রমাণের বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষা করা যায় না।

৬. শ্রী লাহিড়ী নিম্নলিখিত মামলাগুলির উপর নির্ভর করেছিলেন:-

কর্ণাটক রাজ্য বনাম এম. দেবেন্দ্রপ্লা এবং আরেকজন (২০০২) সুপ্রিম কোর্টের ৩ মামলায় রিপোর্ট করা হয়েছে ৮৯ ঘনশ্যাম শর্মা বনাম সুরেন্দ্র কুমার শর্মা এবং অন্যান্যরা রিপোর্ট করেছেন (২০১৪) সুপ্রিম কোর্টের ১৩টি মামলা ৪০১

রুপন দেওল বাজাজ (শ্রীমতী) এবং আরেকজন বনাম কানওয়ার পাল সিং গিল এবং আরেকজন (১৯৯৫) সুপ্রিম কোর্টের ৬টি মামলায় রিপোর্ট করেছেন ১৯৪

কাশ্তান সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্যরা (২০২১) সুপ্রিম কোর্টের ৯টি মামলায় রিপোর্ট করেছেন ৩৫

জয়দীপ চ্যাটার্জি এবং অন্যান্যরা বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং আরেকজন ২০২৩ সালে এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ১৭৯০ সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বনাম আরিয়ান সিং ২০২৩ সালে এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৩৭৯ রিপোর্ট করেছেন

### **সিদ্ধান্তঃ-**

৭.পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে আমি যা আলোচনা করেছি তা থেকে জানা যায় যে বিপরীত পক্ষ নং ২ চার্চ লেন শাখার স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্কের একজন কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁর চাকরি বাতিল করা হয়েছিল যার জন্য বিপরীত পক্ষ নং ২ সম্ভবত সমাপ্তির আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে শ্রম আদালতে আবেদন করেছিল।

৮.পরবর্তীকালে, যখন বিপরীত পক্ষ নং ২ আদালত এবং তার আইনজীবীদের পরিদর্শন করতেন, তখন আবেদনকারী তাকে মামলা প্রত্যাহার করার জন্য ব্যবহার করতেন এবং ভুল সংকেতও প্রদর্শন করতেন। ফলস্বরূপ, তার বাবা-মা অসুস্থ হয়ে পড়েন।

৯. অভিযোগকারী/বিরোধি নম্বর ২ হেয়ার স্ট্রিট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এবং নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়। তদন্তের সময় ব্যাক্কের সাক্ষী কর্মচারীদের তদন্তকারী আধিকারিক পরীক্ষা করেন এবং শেষ পর্যন্ত চার্জশিট জমা দেওয়া হয়।

১০. এখন প্রশ্ন হল ভুল চিহ্নের ছমকির অভিযোগকে মিথ্যা বলে বিচার করা যেতে পারে নাকি বিপরীত পক্ষ নং ২-কে বাতিল করে প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে করা যেতে পারে।

১১. অভিজিৎ জে. কে (উপরে)-তে এটি নিম্নরূপ আদেশ হয়েছিল:-

“১০. শুধুমাত্র একজন মহিলাকে অপমান করার কাজ এবং একজন মহিলার বিনয়ের অপমান করার কাজের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারাকে আকৃষ্ট করার জন্য, কেবল একজন মহিলাকে অপমান করা যথেষ্ট নয়। একজন মহিলার বিনয়ের অপমান ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের একটি অপরিহার্য উপাদান। অপরাধের মূল বিষয় হল একজন মহিলার বিনয়ের অপমান করার অভিপ্রায়।

১১. ধারা ৫০৯ আই. পি. সি. একটি 'শব্দ, অঙ্গভঙ্গি বা কোনও মহিলার শালীনতা অপমান করার উদ্দেশ্যে করা কাজ' কে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করে এবং এই অপরাধ প্রতিষ্ঠার জন্য এটি দেখানো প্রয়োজন যে কোনও নির্দিষ্ট মহিলা বা সহজেই সনাক্তযোগ্য মহিলাদের গোষ্ঠীর শালীনতা কোনও কথ্য শব্দ, অঙ্গভঙ্গি বা শারীরিক কাজের দ্বারা অপমানিত হয়েছে (দেখুন খুশবু বনাম কান্নিয়াম্মলঃ (২০১০) ৫ এস. সি. সি ৬০০: এ. আই. আর ২০১০ এস. সি ৩১৯৬)।

১২. একজন মহিলার শালীনতার সারমর্ম হল তার লিঙ্গ। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার শালীনতা তার শরীরে বড় লেখা থাকে। তরুণ বা বৃদ্ধ, বুদ্ধিমান বা নির্বোধ, জেগে থাকা বা ঘুমন্ত, মহিলার শালীনতা রয়েছে (পঞ্জাব রাজ্য বনাম মেজর সিংঃ এআইআর ১৯৬৭ এসসি ৬৩ দেখুন)। শালীনতা এমন একটি গুণ যা কোনও মহিলাকে তার লিঙ্গের কারণে সংযুক্ত করে (রাজু পান্ডুরং মাহালে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য দেখুনঃ (২০০৪) ৪ এসসিসি ৩৭১: এআইআর ২০০৪ এসসি ১৬৭৭)।

১৩. যদি উচ্চারিত শব্দ বা করা অঙ্গভঙ্গি হিসাবে অনুভূত হতে পারে। যা একজন মহিলার শালীনতার বোধকে হতবাক করতে সক্ষম, তারপর

এটি পাওয়া যায় যে এটি মহিলার বিনয়ের অপমানের কাজ (দেখুন রূপন দেওল বাজাজ বনাম কে. পি. এস. গিলঃ (১৯৯৫) ৬ এস. সি. সি ১৯৪: এ. আই. আর ১৯৯৬ এস. সি ৩০৯)।”

১২. অভিযুক্ত জে. কে. (উপরে) মামলায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল যে আবেদনকারী/অভিযুক্ত অভিযোগকারীর কাছে গিয়ে তাকে মোটর সাইকেলে তার সাথে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আবেদনকারী তার হাত দিয়ে যৌন অঙ্গভঙ্গিও করেছিল।

১৩. আমাদের ক্ষেত্রে, আমি দরখাস্তকারীর পক্ষ থেকে এমন কোনো কাজ করছি না যা অভিযোগকারী/বিরুদ্ধ পক্ষ নং ২-এর বিনয় অবমাননার কারণ হয়নি এই ক্ষেত্রে, আমি হুমকির অভিযোগের সাথেও মোকাবিলা করছি।

১৪. সালিব (উপরে)-এ মহামান্য শীর্ষ আদালত -এ পর্যবেক্ষণ করেছেন। অনুচ্ছেদ ২৮ নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছে:-

“ ২৮. এই পর্যায়ে, আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু লক্ষ্য করতে চাই। যখনই কোনও অভিযুক্ত ফৌজদারি কার্যবিধির ( ফৌজদারি আইন ) ধারা ৪৮২ এর অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আদালতে আসে বা সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ এখতিয়ার প্রয়োগ করে এফআইআর বা ফৌজদারি কার্যধারা মূলত এই ভিত্তিতে বাতিল করে দেয় যে এই জাতীয় কার্যধারা স্পষ্টতই তুচ্ছ বা বিরক্তিকর বা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই পরিস্থিতিতে আদালতের যত্ন সহকারে এবং আরও ঘনিষ্ঠভাবে এফআইআরটি দেখার দায়িত্ব রয়েছে। আমরা এটি বলি কারণ একবার অভিযোগকারী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি অন্তর্নিহিত দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা ইত্যাদির উদ্দেশ্য, তারপর তিনি নিশ্চিত করবেন যে সমস্ত প্রয়োজনীয় যুক্তি সহ এফআইআর/অভিযোগের খসড়া খুব ভালভাবে তৈরি করা হয়েছে। অভিযোগকারী নিশ্চিত করবেন যে এফআইআর/অভিযোগে করা উক্তিগুলি এমন যে তারা অভিযুক্ত অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রকাশ করে। অতএব, অভিযুক্ত অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রকাশ করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র

এফআইআর/অভিযোগটি খুব সুন্দরভাবে প্রয়োজনীয় সকল আবেদন-নিবেদনসহ তৈরি করা হয়েছে। অভিযোগকারী নিশ্চিত করবেন যে এফআইআর/অভিযোগে দেওয়া বক্তব্যগুলি যাতে অভিযুক্ত অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রকাশ পায়। অতএব, অভিযোগ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রকাশ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কেবল এফআইআর/অভিযোগে দেওয়া বক্তব্যগুলি খতিয়ে দেখা আদালতের পক্ষে যথেষ্ট হবে না। তুচ্ছ বা বিরক্তিকর কার্যধারায়, আদালতের দায়িত্ব হল অভিযোগের পাশাপাশি মামলার রেকর্ড থেকে উদ্ভূত আরও অনেক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা এবং প্রয়োজন হলে যথাযথ যত্ন এবং সতর্কতার সাথে বিষয়গুলি পড়ার চেষ্টা করা। সিআরপিসির ধারা ৪৮২ অথবা সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আদালতের এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময় কেবল মামলার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকার প্রয়োজন নেই বরং মামলা শুরু/রেজিস্ট্রেশনের দিকে পরিচালিত সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং তদন্তের সময় সংগৃহীত উপকরণগুলি বিবেচনা করার ক্ষমতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, হাতে থাকা মামলাটি ধরুন। "একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একাধিক এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে একাধিক এফআইআর নথিভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যার ফলে ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের বশবর্তী হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার বিষয়টি উঠে আসে।"

১৫. সালিব (উপরে) মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি হল যে অভিযুক্তের নাম এফআইআরে উল্লেখ করা হয়নি এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬১ ধারার অধীনে নথিভুক্ত তথ্যদাতার পরবর্তী বিবৃতিতে তার নাম উপস্থিত হয়েছিল। সেই ক্ষেত্রে সাক্ষীকে হুমকি দেওয়াও একটি সমস্যা ছিল। তবে হাতে থাকা মামলায় আবেদনকারীর নাম শুধুমাত্র এফআইআরেই ছিল না, বরং উপস্থিত হয়েছিল

ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬১ ও ১৬৪ ধারার অধীনে পরবর্তী বিবৃতি। তবে, মাননীয় শীর্ষ আদালত কর্তৃক পরিচালিত মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি আমাদের সাথে অভিন্ন নয়।

১৬. মহম্মদ ওয়াজিদ (উপরে) নিম্নলিখিত নির্ধারণ করেছেন নীতিঃ-

"৩৪. এই পর্যায়ে, আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু লক্ষ্য করতে চাই। যখনই কোনও অভিযুক্ত ফৌজদারি কার্যবিধির (ফৌজদারি) ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বা সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ এখতিয়ার প্রয়োগ করে আদালতে আসে এফআইআর পাওয়ার জন্য বা ফৌজদারি কার্যধারা মূলত এই ভিত্তিতে বাতিল করা হয় যে এই ধরনের কার্যধারা স্পষ্টতই তুচ্ছ বা বিরক্তিকর বা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই পরিস্থিতিতে আদালতের দায়িত্ব হল এফআইআরটি যত্ন সহকারে এবং আরও কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে খতিয়ে দেখা। আমরা এটি বলি কারণ একবার অভিযোগকারী ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি নিশ্চিত করবেন যে সমস্ত প্রয়োজনীয় যুক্তি সহ এফআইআর/অভিযোগটি খুব ভালভাবে খসড়া করা হয়েছে। অভিযোগকারী নিশ্চিত করবেন যে এফআইআর/অভিযোগে করা উক্তিগুলি এমন যে তারা অভিযুক্ত অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রকাশ করে। অতএব, অভিযুক্ত অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রকাশ করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র এফআইআর/অভিযোগে করা উক্তিগুলি পর্যবেক্ষণ করা আদালতের পক্ষে যথেষ্ট হবে না। তুচ্ছ বা বিরক্তিকর কার্যধারায়, মামলার রেকর্ড থেকে উদ্ভূত অন্যান্য উপস্থিত পরিস্থিতিগুলি পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ব আদালতের রয়েছে এবং প্রয়োজন হলে যথাযথ যত্ন ও সতর্কতার সাথে লাইনগুলির মধ্যে পড়ার চেষ্টা করুন। আদালত ফৌজদারি দণ্ডবিধির ধারা ৪৮২-এর অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে কেবল একটি মামলার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকার প্রয়োজন নেই, তবে মামলার সূচনা/নিবন্ধনের পাশাপাশি তদন্তের সময় সংগৃহীত উপকরণগুলির সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করার ক্ষমতা রাখে। উদাহরণস্বরূপ হাতে থাকা মামলাটি নিন। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একাধিক এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। এটি এই ধরনের পরিস্থিতির পটভূমিতে একাধিক এফ. আই. আর. এ নিবন্ধন গুরুত্ব বহন করে, যার ফলে আকৃষ্ট হয়

ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার বিষয়টি অভ্যুক্ত।

৩৫. অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বনাম গোলকোণ্ডা লিঙ্গ স্বামী, (২০০৪) ৬ এস. সি. সি ৫২২ মামলায়, এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ একটি এফ. আই. আর বাতিল করার জন্য হাইকোর্ট কী ধরনের উপকরণ মূল্যায়ন করতে পারে সে সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করেছে। আদালত প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত উপকরণগুলির বিবেচনা এবং এই জাতীয় প্রমাণের প্রশংসার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য তুলে ধরেছে। শুধুমাত্র এমন উপাদান যা এফ. আই. আর-এ অভিযোগ প্রমাণ করতে স্পষ্টভাবে ব্যর্থ হয় তা একটি এফ. আই. আর বাতিল করার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। আদালত রায় দিয়েছে:-

“৫... ন্যায়বিচারের অগ্রগতির জন্য আদালতের কর্তৃত্ব বিদ্যমান এবং যদি সেই কর্তৃত্বের অপব্যবহার করে অবিচার ঘটানোর চেষ্টা করা হয়, তবে আদালতের এই ধরনের অপব্যবহার রোধ করার ক্ষমতা রয়েছে। যে কোনও পদক্ষেপের অনুমতি দেওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে যার ফলে অবিচার ঘটবে এবং ন্যায়বিচারের প্রচার রোধ হবে। ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আদালত যে কোনও কার্যধারা বাতিল করার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হবে যদি এটি খুঁজে পায় যে এটির সূচনা বা অব্যাহত রাখা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার বা এই কার্যধারা বাতিল করা অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে কাজ করবে। যখন অভিযোগ দ্বারা কোনও অপরাধ প্রকাশ করা হয় না, তখন আদালত সত্যের প্রশ্নটি পরীক্ষা করতে পারে। যখন কোনও অভিযোগ বাতিল করার চেষ্টা করা হয়, তখন অভিযোগকারী কী অভিযোগ করেছেন এবং কোনও অপরাধ করা হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য উপকরণগুলি খতিয়ে দেখার অনুমতি দেওয়া হয়। এমনকি যদি অভিযোগগুলি সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়।

৬. আর. পি. কাপুর বনাম পঞ্জাব রাজ্য, এ. আই. আর ১৯৬০ এস. সি ৮৬৬:১৯৬০ সি. এন. এল. জে ১২৩৯, এই আদালত কিছু বিভাগের মামলাগুলির সংক্ষিপ্তসার করেছে যেখানে কার্যধারা বাতিল করার জন্য অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং করা উচিতঃ (এ. আই. আর পৃ. ৮৬৯, অনুচ্ছেদ ৬)

(i) যেখানে এটি স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয় যে এর বিরুদ্ধে একটি আইনি বাধা রয়েছে প্রতিষ্ঠান বা ধারাবাহিকতা যেমন অনুমোদনের ইচ্ছা;

(ii) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগের অভিযোগ -এ নেওয়া হয়েছে এর মুখ মূল্য এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে গৃহীত অপরাধ গঠন করে না অভ্যুক্ত;

(iii) যেখানে অভিযোগগুলি একটি অপরাধ গঠন করে, কিন্তু কোনও আইনি নেই উপস্থাপিত প্রমাণ বা স্পষ্টভাবে বা স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত প্রমাণ চার্জ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়।

৭. শেষ বিভাগটি নিয়ে আলোচনা করার সময়, বোঝানো গুরুত্বপূর্ণ। এমন একটি মামলার মধ্যে পার্থক্য মনে রাখবেন যেখানে কোনও আইনি

প্রমাণ নেই বা যেখানে এমন প্রমাণ থাকে যা উত্থাপিত অভিযোগের সাথে স্পষ্টভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ, এবং এমন একটি মামলা যেখানে আইনি প্রমাণ থাকে যা, মূল্যায়নের ভিত্তিতে, অভিযোগগুলিকে সমর্থন করতে পারে বা নাও করতে পারে। কোডের ৪৮২ ধারার অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময়, হাইকোর্ট সাধারণত কোনও তদন্ত শুরু করবে না যে প্রশ্নবিদ্ধ প্রমাণ নির্ভরযোগ্য কিনা বা যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়নের ভিত্তিতে অভিযোগটি টিকবে কিনা। এটাই বিচারক বিচারকের কাজ। বিচারিক প্রক্রিয়া, নিঃসন্দেহে নিপীড়ন বা অপয়োজনীয় হয়রানির হাতিয়ার হওয়া উচিত নয়। আদালতের বিচক্ষণতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক এবং বিচক্ষণ হওয়া উচিত এবং প্রক্রিয়া জারি করার আগে সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করা উচিত, যাতে এটি কোনও ব্যক্তিগত অভিযোগকারীর হাতে প্রতিহিংসা প্রকাশ করে কোনও ব্যক্তিকে অপয়োজনীয়ভাবে হয়রানি করার হাতিয়ার না হয়। একই সাথে এই ধারাটি কোনও অভিযুক্তকে কোনও মামলা সংক্ষিপ্ত করার এবং তার আকস্মিক মৃত্যু ঘটানোর জন্য হস্তান্তরিত হাতিয়ার নয়..."

১৭. **মহম্মদ ওয়াজিদ** (উপরে) মামলায়, সুপ্রিম কোর্ট পক্ষগুলির মধ্যে জমি বিরোধের একটি ঘটনা এবং অভিযুক্ত ঘটনার কোনও নির্দিষ্ট তারিখ বা সময় ছাড়াই এফআইআর দায়ের করতে অস্বাভাবিক বিলম্বের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে।

১৮. বেশ কিছু সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এবং বিভিন্ন হাইকোর্ট বলেছিল যে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা অবশ্যই সংযতভাবে, সতর্কতার সঙ্গে এবং বিরলতম ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা নিয়ম নয় বরং এটি একটি ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম কেবল তখনই প্রয়োগ করা হয় যখন এটি আদালতের নজরে আনা হয়। বিচারের সেই গুরুতর গর্ভপাত ঘটবে যদি যেখানে অভিযুক্ত থাকবে সেখানে বিচারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে

অনাবশ্যকভাবে হয়রানি করা হয় যদি বিচারটি দীর্ঘায়িত করার অনুমতি দেওয়া হয় যখন প্রাথমিকভাবে আদালতে এটি প্রদর্শিত হয় যে বিচারটি সম্ভবত খালাস হয়ে শেষ হবে।

১৯. অন্যদিকে, জয়দীপের শীর্ষ আদালত চ্যাটার্জি (উপরে) ২৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যা নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছে:-

"২৯. তবে, এর অর্থ এই নয় যে, ২৮শে জুলাই কোনও ঘটনা ঘটেনি, ২০২২ যে আবেদনকারী ৩ নং আসমাত জাহির অভিযোগকারীর দিকে অসম্মানজনকভাবে তাকিয়ে থাকতেন এবং তাঁর বসার ভঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কে মন্তব্য করতেন, তা নিঃসন্দেহে যৌন বর্ণের মন্তব্য করার একটি কাজ। প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারী আরও বলেছিলেন যে ২৮ জুলাই, ২০২২-এ আবেদনকারীরা যখন তাকে যৌন বর্ণের বিবৃতি দিয়ে গালিগালাজ করেছিল তখন তাকে হয়রানি করা হয়েছিল। এই অভিযোগটি ঘটনার তারিখেই পি. ও. এস. এইচ কমিটির কাছে করা তার অভিযোগে স্থান পেয়েছে। তিনি পরবর্তীকালে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২-এ কোম্পানির প্রশাসকের কাছে একই অভিযোগ করেছিলেন। তিনি ১৩ অক্টোবর, ২০২২ তারিখের চিঠিতে একজন মিসেস সুপর্ণা মুখার্জি, উকিল, মিসেস লীনা পাঞ্জা, মিসেস সুশ্বিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সিনিয়র-এর কাছে যৌন হয়রানির অভিযোগও করেছিলেন। ম্যানেজার, এস. আর. ই. আই এবং জনাব শায়ন শচীন বসু, উকিল একই অভিযোগ চিত্রিত করা হয়েছে ১৮ অক্টোবর, ২০২২ তারিখের অভিযোগে।"

২০. রূপন দেওল বাজাজ (উপরে) আমাদের মামলার বিপরীতে শালীনতার ক্ষেত্রের একটি বিস্তারিত অভিযোগ নিয়ে কাজ করেছেন যেখানে অভিযোগটি মামলা প্রত্যাহারের হুমকি এবং ভুল চিহ্ন ছিল।

২১. এম. দেবেন্দ্রগ্নন (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে ৯ অনুচ্ছেদে একটি নীতি নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছে:-

"৯. ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করে এবং অভিযুক্তদের অব্যাহতি দিয়ে হাইকোর্টের বিতর্কিত সাধারণ রায় এবং আদেশের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে, আমরা মনে করি যে হাইকোর্ট ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে সীমিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং/অথবা এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমগ্র ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার ক্ষেত্রে তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ।"

২২. আরিয়ান সিং (উপরে) মামলায় মহামান্য শীর্ষ আদালত হিসাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন অনুচ্ছেদ ৯ এবং ১০ নিম্নরূপঃ-

"৯. ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করে এবং অভিযুক্তদের অব্যাহতি দিয়ে হাইকোর্টের বিতর্কিত সাধারণ রায় এবং আদেশের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে, আমরা মনে করি যে হাইকোর্ট ৪৫২ ফৌজদারি দণ্ডবিধির অধীনে সীমিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমগ্র ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার ক্ষেত্রে তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে। ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতার প্রয়োগ।

১০. হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত সাধারণ রায় এবং আদেশ থেকে মনে হচ্ছে যে হাইকোর্ট তার সামনের কার্যধারাগুলি পরিচালনা করেছে, যেন হাইকোর্ট একটি মিনি ট্রায়াল পরিচালনা করেছে এবং/অথবা হাইকোর্ট বিচারের সমাপ্তির পর বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে আবেদনগুলি বিবেচনা করেছে। আইনের মূল নীতি অনুসারে, ৪৮২ সিআর. পি.সি. ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়, ফৌজদারি কার্যধারা খালাস এবং/অথবা বাতিল করার পর্যায়ে, আদালতের মিনি ট্রায়াল পরিচালনা করার প্রয়োজন নেই। হাইকোর্ট সাধারণ বিতর্কিত রায় এবং আদেশে পর্যবেক্ষণ করেছে যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। এটি সেই পর্যায়ে নয় যেখানে প্রসিকিউশন/তদন্তকারী সংস্থাকে অভিযোগ প্রমাণ করতে হবে/হবে। বিচারের সময় প্রসিকিউশন/তদন্তকারী সংস্থার নেতৃত্বে প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযোগ প্রমাণ করতে হবে। অতএব, এই পর্যায়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তদন্তের সময় অভিযোগ এবং সংগৃহীত উপাদান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলতে গিয়ে হাইকোর্ট বাস্তবিকভাবে ভুল করেছেন। ৪৮২ ধারার অধীনে খালাস এবং/অথবা ক্ষমতা প্রয়োগের সময়, আদালতের এখতিয়ার খুবই সীমিত এবং "অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আরও পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য আছে কিনা যার জন্য অভিযুক্তের বিচার করা প্রয়োজন" তা বিবেচনা করতে বাধ্য।"

২৩. **কাপ্তান সিং** (উপরে) ৯.১ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপঃ-

৯.১. শুরুতেই, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বর্তমান মামলায় হাইকোর্ট ৪৮২ সিআরপিসির অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে ধারা ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৪০৬, ৩২৯ এবং ৩৮৬ আইপিসির অধীনে অপরাধের জন্য ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করেছে। এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যখন হাইকোর্ট ৪৮২ সিআরপিসির অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করেছে, তখন তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষীদের বক্তব্য, অভিযোগকারীর বক্তব্য রেকর্ড করে এবং ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে এবং স্বাধীন সাক্ষীদের বক্তব্য এবং এমনকি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বক্তব্য গ্রহণের পর, আইপিসির ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৪০৬, ৩২৯ এবং ৩৮৬ আইপিসির অধীনে অপরাধের জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে চার্জশিট দাখিল করেছেন এবং এমনকি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটও তা আমলে নিয়েছেন। হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত বিতর্কিত রায় এবং আদেশ [রাধে শ্যাম গুপ্ত বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য, ২০২০ SCC অনলাইন অল ৯১৪] থেকে দেখা যায় না যে হাইকোর্ট তদন্ত/তদন্তের সময় সংগৃহীত তথ্য এবং এমনকি রেকর্ড করা বিবৃতিগুলি বিবেচনা করেছে। যদি ৪৮২ ধারার অধীনে আবেদনটি FIR-এর পর্যায়ে থাকে, তাহলে শুধুমাত্র FIR/অভিযোগে অভিযোগগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং একটি আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করা হয়েছে কিনা তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। যাইহোক, এরপর যখন বিবৃতি রেকর্ড করা হয়, প্রমাণ সংগ্রহ করা হয় এবং তদন্ত/তদন্ত শেষ হওয়ার পর চার্জশিট দাখিল করা হয়, তখন বিষয়টি ভিন্ন ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে যায় এবং

আদালতকে তদন্তের সময় সংগৃহীত উপাদান/প্রমাণ বিবেচনা করতে হবে। এমনকি এই পর্যায়েও, যেমনটি এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং সিদ্ধান্তের একটি ক্যাটনাতে বলেছে, হাইকোর্টকে অভিযোগের গুণাগুণ এবং/অথবা মামলার গুণাগুণের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে না যেন হাইকোর্ট আপিলের এখতিয়ার প্রয়োগ করেছে এবং/অথবা বিচার পরিচালনা করেছে। যেমনটি এই আদালত দীনেশভাত চন্দুভাত প্যাটেল [দীনেশভাত চন্দুভাত প্যাটেল বনাম গুজরাট রাজ্য, (২০১৮) ৩ এস. সি. সি. ১০৪: (২০১৮) ১ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ৬৮৩] -এ রায় দিয়েছে। এফ. আই. আর-এর প্রকৃত বিষয়বস্তু কোনও আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য, হাইকোর্ট তদন্তকারী সংস্থার মতো কাজ করতে পারে না বা আপিল আদালতের মতো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং রায় দেওয়া হয়েছে যে এই প্রশ্নটি এফ. আই. আর-এর বিষয়বস্তু এবং প্রাথমিকভাবে উপাদান, যদি থাকে, কোনও প্রমাণের প্রয়োজন না থাকলে, তা বিবেচনা করে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এই পর্যায়ে, হাইকোর্ট প্রমাণের প্রশংসা করতে পারে না বা এফ. আই. আর-এর বিষয়বস্তু এবং উপাদানগুলির উপর নির্ভর করে তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয় যে, যখন নির্ভরশীল উপাদানগুলি বিতর্কিত হয় তখন এটি আরও বেশি হয়। আরও দেখা গেছে যে, এই ধরনের পরিস্থিতিতে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের কাজ হয়ে ওঠে তদন্ত করা এবং তারপর আদালতের কাজ হয়ে ওঠে চার্জশিট দাখিলের পরে প্রশ্নগুলি পরীক্ষা করা যাতে নির্ভরযোগ্যতা কতদূর এবং কতটা রাখা যেতে পারে এই ধরনের উপাদানের উপর। "

২৪. উপরোক্ত সমস্ত অনুপাতের উপর নজর রাখা এবং লিখিত অভিযোগে করা অভিযোগকে হিসাবে বিবেচনা করা এবং ১৬১ ও ১৬৪ ধারার অধীনে নথিভুক্ত বিবৃতি

তদন্ত চলাকালীন ফৌজদারি আইন আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে অক্ষম যে লিখিত অভিযোগটি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না যে অভিযুক্ত/আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে।

২৫. শ্রী গাঙ্গুলির পুরো মনোযোগ ছিল বিপরীত পক্ষ নং ২-এর স্থানান্তরের ফলে উদ্ভূত পক্ষগুলির মধ্যে শত্রুতার ভিত্তিতে মিথ্যা প্রভাবের উপর ছিল, যাকে শেষ পর্যন্ত চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

২৬. কিন্তু, আমার মতে, পক্ষগুলির মধ্যে শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্ক একটি দ্বিমুখী অস্ত্র, যা অপরাধের জন্য একটি উদ্দেশ্য হতে পারে এবং অভিযুক্তদের মিথ্যা প্ররোচনার ভিত্তিও হতে পারে। শত্রুতাপূর্ণ সাক্ষীর ক্ষেত্রে, আদালতকে উদ্ভিন্ন যত্নের সাথে তাদের সাক্ষ্য পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে তাদের সাক্ষ্য শত্রুতার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য হওয়ার আত্মবিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করে কিনা। এটিও নিষ্পত্তি করা হয়েছে যে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য, যা অন্যথায় বিশ্বাসযোগ্য এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ, কেবল এই ভিত্তিতে বাতিল করা যাবে না যে অভিযোগকারী প্রত্যক্ষদর্শীর সাথে সম্পর্কিত ছিল। এই ধরনের অনুশীলন বিচারের সময় প্রমাণের মূল্যায়নের সময় উপলব্ধ হতে পারে যা কার্যধারার সীমা।

২৭. সুতরাং, কার্যধারা বাতিল হওয়ার দায়বদ্ধ নয়।
২৮. ফৌজদারি সংশোধন ২০১৫ সালের ১৯৪৬ নং খারিজ করা হয়েছে।
২৯. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি হয়ে যায় এবং সমস্ত অন্তর্বর্তীকালীন আবেদন, যদি মূলতুবি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।
৩০. কেস ডায়েরি ফেরত দেওয়া হবে।
৩১. এই পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনের সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা এই আদেশের সার্ভার অনুলিপিতে কাজ করবে।
৩২. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

[বিচারপতি,বিভাস রঞ্জন দে]

## **DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

### **দাবিত্যাগ**

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/Diganta Mondal**